

মইসা ধরা মন

মামুন ম. আজিজ

অৰ্ণব নামেই আমি পরিচিত । অত্যন্ত ভ্রমনবিলাসী বলেই নিজেকে ভাবি । আমি যেন এক যাযাবর । অবসর পেলেই ঘুরে বেড়াই । মন যেখানে যেতে চায় সেখানেই আমার ভ্রমন ।

পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে । শেষ আপাতত ক্যাম্পাসের আড্ডা, যে আড্ডার উজ্জ্বল প্রতিফলনের মাঝেও আমি সদাই ম্রিয়মান । সব কিছু থেমে যেতেই অবসর এল আর সুপ্ত মন যেন জেগে উঠল ভ্রমনের দুর্নীবার আশায় । যা ভাবা সেই কাজ । পরদিন সকালেই ভৈরববাজারের ট্রেনের উদ্দেশ্যে পৌঁছালাম কমলাপুর স্টেশন । সাথে আমার সঙ্গী অন্য সবসময়ের মতই চামড়ার একহাতি ব্যাগটা । কমলাপুর রেল স্টেশনে আসলে, বিশেষ করে এই ভোরবেলা যে লোকগুলোকে যত্রতত্র শুয়ে থাকতে দেখা যায় তারা যেন পৃথিবী নামক কাহিনী ভাঙার মূল গতি সঞ্চালক । সুরম্য অট্টালিকায় চোখ ধাধানো বৈভবে আরম্ভ পালঙ্কে শুয়ে গনতন্ত্রের নির্যাস আত্মস্থ কারিরা ভুল গল্প রচে রচে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে না পারলেও প্রকৃতির উদাম বিস্তৃতিতে এদের নিশ্চিন্ত ঘুম ঠিকই হয় । এদের নেই নিরাপত্তার ভাবনা, নেই বিত্তের প্রচণ্ডরকম দুর্বিসহ চাপ; সমাজের কোন ভাবনাও নেই এদের । এদের শুধু এক ভাবনা ক্ষুধার্ট পেট যার পূজোতে ঘুম থেকে উঠেই এরা দৌড়াতে শুরু করবে আর কেবল দৌড়াতেই থাকবে নিগৃহীত বেশে অত্যন্ত বিভেদী একপেশী অচেনা সমাজে ।

টিকেট কেটে সময়মত ট্রেনে চড়লাম । ট্রেনের ঘটাং ঘটাং শব্দকে সাদরে বরণ করে নিতে নিতে একসময় পৌঁছে গেলাম ভৈরব জংশনে এবং সেখান থেকে মেঘনার তীরে অপূর্ব নিসর্গ আবেশে জড়ানো ছোট খালার ছিমছাম বাড়ীতে । অজানা সাগরের দিকে বয়ে চলা মেঘনার জলের গতি আর হিমেল হাওয়ায় ভ্রমনের মাঝে খুঁজে পেলাম সজীব উদ্যম । কিন্তু পথিকের কি আর এক জায়গায় বসে থাকলে হয় । একদিন যেতে না যেতেই ভীষণ উদ্যমে খালার মনটাও খারাপ করে দিয়ে চট্টগ্রাম যাব বলে মন স্থির করে নিলাম । যা ভাবা তাই । পরদিন সন্ধ্যায় ট্রেনের টিকেটও কাটা হয়ে গেল । খালার অকৃত্রিম অনুরোধ উপেক্ষা করে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম ভৈরব স্টেশনে । এসেই শুনলাম ঢাকা থেকে ট্রেন দেরী করে ছেড়েছে । তাই যা হবার, অপেক্ষা করতে হবে । বিশাল জংশনের প্লাটফর্মের একপাশে নিরিবিলা একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম অপেক্ষার সাথে ক্ষণিকের বন্ধুত্ব গড়তে । সহযাত্রী হবে যাদের মনে হচ্ছিল তাদের অনেককেই চলে যেতে দেখলাম । হয়তো আশেপাশেই বাড়ী । কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আসবে আর কি । মোটামুটি নির্জন একটা প্লাটফর্ম হয়ে গেল জনাকীর্ণ এলাকাটা । একাএকা বসে আছি বলে ঘুম যেন আগ্রাসী হয়ে সঙ্গ দিতে চাইছে সুযোগে ।

হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম ট্রেনের ফাস্ট ক্লাশের ছোট এক কামরায় । বসে আছি জানালার পাশে । বাইরে একটি ঘন সবুজ গাছ । অন্ধকারেও স্পষ্ট ভাবে চেনা গেল বকুল গাছের পাতাগুলোর ঘন সন্নিবেশ ।

বকুল ফুলের অপূর্ব গন্ধও ভেসে আসছে নাকে । গাছের লম্বাডালটিতে বসে একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক ঠক করে ঠোকরাচ্ছে আর বিলোচ্ছে দৃষ্টিতে সোনালী বর্ণের আনন্দ তার অপূর্ব সোনালী পালক হতে । আকাশে হালকা মেঘ মাঝে মাঝে লকোচুরি খেলছে জ্যেৎস্নালো ছড়ানো চাঁদের সাথে । সত্যিই মায়াবী আবহ । খুব ভাল বোধ হতে লাগল মনে মনে । মুখটা ঘোরাতেই দেখতে পেলাম আমার সামনের সিটে মুখোমুখি বসে একজন হাসছে অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে । বেশ চেনাচেনা মুখ তবুও চিনতে পারছি না কিছুতেই ।

আমি কিছু বলার আগেই সেই বলে উঠল, কি ওমন করে কি দেখছিস । চিনতে পারছিস না ।

সত্যিই আমি আপনাকে চিনতে পারছি না।

মনে মনে ভাবলাম আমাকে তুই করে বলছে, ঘনিষ্ঠ কেউই তো হবার কথা, চিনতে পারছি না কেন?

আবর সে কথা বলে উঠল, অর্নব ভাবছিস আমি তুই করে বলছি কেন? ভাবতে থাক। চিনলে দেখবি তুইও ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে শুরু করেছিস।

কি ব্যাপার মনের কথাও বুছে ফেলছো? তুমি যেই হও এখানে এলে কখন? দেখলাম না কেন?

আমি তোর সব প্রশ্নের উত্তরই দেব। কেন দেবনা। একমাত্র তুইইতো আমার সব কথা মন দিয়ে শুনিস। তুই ই যে আমার সব চেয়ে কাছে। তোর সব চিন্তা ভাবনা, মতাদর্শ সবই যে আমার জানা। আমি এসেছে তোর সাথে সাথেই, টের পাবি কি করে, বাইরের পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ায় ভুলে ছিলি যে। তোর মত প্রকৃতি প্রেমিক এই কল্পসম্ভব জগতে একবার দু মারতে শুরু করলে আর কি কোন কিছুই খেয়াল থাকে রে। কথা বলতে থাক আমার সাথে ঠিকই চিনতে পারবি অর্নব। দেখেছিস চাঁদের চারপাশ ঘিরে কি সুন্দর তারার হাট বসেছে। শুধু কিন্তু প্রকৃতিই নয় আজ রাতে পুরো জগতটাই অন্যরকম। অনেকটা তোর স্বপ্নের জগতটার মত। আজ রাতে কোথাও কেউ ক্ষুধার্ত নয়। কমলাপুর স্টেশনে শুয়ে নেই খেয়ে বা না খেয়ে কেউই। আজ রাতে পথে নেমেছে গনতন্ত্রের ধ্বজাধারী টাকায় আচ্ছাদিত জ্ঞানীর দল, তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে তোর ইচ্ছে।

মিথ্যে কথা আর জায়গা পাওনা, না। সব বানিয়ে বলছ আমাকে খুশি করার জন্য।

হতে পারে। কারন আমিই একমাত্র জানি তোর খুশি কিসে। তোর সাথে আমার এতটা সময় কেটেছে যে না জেনে কোন উপায় নেই। সব জানি তোর।

কিন্তু তাহলে আমি তোমাকে চিনতে পারছি না কেন।

আজ যে চারপাশে প্রচন্ড আনন্দ। চিনতে পারবি, এইতো সবে আপনি থেকে তুমি বলছিস। একটু পরে তুই তেও নামবি।

আচ্ছা তোর মনে পরে ঢাকায় একবার তুই রমনা পার্কে একা শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলি। হঠাৎ একটা ছোট মেয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তোর কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরো ছেড়া ত্যানা, আর কিছুই ছিলনা। মেয়েটা বলল, “সাব আমি কাল তোন কিছু খাইনাই। আমারে ২ টা টাকা দিবেন।” তুই তাকে হোটলে নিয়ে পেট পুরে খাইয়েছিলি। কিনে দিয়েছিলি নতুন কাপড়। তোর মনে পড়েনা সেদিন মেয়েটা যেন জীবনে প্রথম হেসেছিল খুশি মনে। এই নিয়মসর্বস্ব সমাজে দারিদ্রপিষ্ঠ শিশুটি চলে যাবার সময় বলেছিল, “ফেরাশতা কেমন জানিনে, তয় আপনি হেইরকম কিছু একটা। আপনি আমাগো দুনিয়ার না।” তুই কোন কথা বলতে পারিসনি। কেবল তার চলে যাওয়া দেখেছিলি। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে ঐ মেয়েটা যতি জানত তুই সেই মানুষই, ফেরেশতা টেরেশতা কিছু না, যে কিনা একটা বই এর পৃষ্ঠা ছেড়ার জন্য বাড়ীর কাজের ছেলেটার মুখে পাঁচ আঙ্গুলের মানচিত্র এঁকে দিয়েছিলি। বন্ধ করেছিলি পাগলা রাগে তার এক বেলার খাবার। জানতে ইচ্ছে করে মেয়েটা সে ঘটনা জানলে কি বলত তোকে?

আমি ও জানিনা। আমি সমাজের কাদায় পা ডুবিয়ে হাঁটতে অভ্যস্ত এবং বাধ্য; আর কোন পথ যে নেই। একফোঁটা করে পানি ফেলতে থাকলে একসময় বড় কলসও ভরে যাবে। সমাজ আমার শূণ্য পৃথিবীর কিয়দাংশ তা আপন উপাদানে তো ভরাবেই। এই তো সেদিন আমার ক্লাশের বন্ধু সৌমিক কে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। গেম্যানকে বাধ্য হয়ে দশটাকা দিতেই হলো, না হলে প্রবেশ রুদ্ধ। ঘুষ এখন নিয়মের চেয়েও বড় নিয়ম। টেলিফোন নষ্ট, ঠিক আর হয়না। বাসার বড় ছেলে তাই বাধ্য হয়ে অত্যন্ত নিপুন অভিনয় পারদর্শী হয়ে লাইনম্যানের হাতে গুজে দিলাম ৩০০ টাকা। এক ঘন্টায় ঠিক। সত্যিই টাকার কত ক্ষমতা। আর দৌড়াতে সব ম্যান শ্রেনীর অমানুষ গুলোর।

অর্নব , আমি জানি । ওসব তোর সব ঘটনা আমি জানি । আমি জানি বান্ধবীর সাথে সিনেমা দেখতে গিয়ে মাত্র ৪ টাকা লাইটম্যানকে দিয়েছিলি একটু পেছনের দিকে বসার জন্যই তো । আবার সেই তুইতো ঝগড়া বাধিয়েছিলি জি.পি.ও তে রেজিষ্টার চিঠি পাঠানোর লাইনে দাঁড়িয়ে । লাইনের সামনের অংশ সরছিলইনা । কি অদ্ভুত কাণ্ড । মনে পরে শেষে পরাজিত সৈনিকের বেশে চলে এসছিলি বাইরে ।

আচ্ছা ট্রেন কি ছেড়েছে । চলছে নাকি । বকুল গাছটি আর দেখা যাচ্ছেনা কেন? ছেড়েছে মনে হচ্ছে, তাই না । তোমাকে চিনতে না পারলেও ভাল হলো , কথা বলে ভালই সময় কাটছে ।

ভাল তো লাগবেই আমিই যে তোর একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ।

হঠাৎ কামরার দরজার দিকে চোখ গেল দরজা খোলার শব্দে । একটা মেয়ে ঢুকল । গায়ে মিষ্টি কোন সুগন্ধী মেখেছে মনে হচ্ছে । ভীষণ কড়া , কিন্তু মধুর । লম্বাটে শ্যামলা মুখ । দীঘল চুল খোলা তার পিঠের উপর ।

আমি কি আপনার পাশের সিটে বসতে পারি । আমার সিট ছিল পাশের কামরায় । কিন্তু ওখানের অন্য তিনজন মানুষ কে কেমন যেন সুবিধার মনে হচ্ছেনা । ভয় ভয় লাগছিল । একা একা ওদের সাথে থাকতে পারবনা । কথা গুলো বলতে বলতেই মেয়েটা এসে বসে পড়ল । পাশে রাখল লাগেজটা । তার পর বেশ অনেকক্ষণ নিরবতা ।

এই যে ম্যাডাম, আপনার কি আমাকে দেখে একটুও ভয় লাগছেনা । আমকে মনে হচ্ছেনা অসুবিধা জনক কোন টিপিক্যাল পুরুষ । মনে হচ্ছেনা এই ঘরে আপনার জন্য আরও ভয়ংকর কোন ঘটনা অপেক্ষা করে আছে ।

সত্যি বলতে কি আপনাকে দেখে আমার অত্যন্ত আত্মনৈতিক বলে মনে হচ্ছে । মনে হচ্ছে বললে ভুল বলা হবে । বিশ্বাস হচ্ছে । আত্মাকে অনৈতিকতায় দেখতে ভয় পান আপনি । আপনাকে তাই আর কি ভয় পাব?

শুধু আমাকে সম্বোধন করে বলছেন কেন, এখানে তো আমার সাথে আরও একজন আছে, যদিও তাকে আমি এখনও চিনতে পারছি না । তবে অকৃত্রিম বন্ধু প্রমান পেয়েছি । আপনাদের বলা উচিত । উনি মাইন্ড করতে পারেন ।

আসলে আমি দু'জনকে একত্রে সিংগুলার করে আপনি বলেছি । আপনারা দু'জন আসলে কিন্তু একই ।

কি বললেন?

না, কিছুনা । আপনার অসুবিধা সৃষ্টির জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত অর্নব সাহেব । আমার মনে হয়না আমার উপস্থিতি আপনাকে বিব্রত বা বিতস্ত করবে ।

আপনিও আমার নাম জানেন । কি ব্যাপার আমি কি এতই বিখ্যাত কোন মানুষ নাকি? স্টেশনে ঢোকার সময় খোড়া ভিক্ষুক টাকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম আর সে দোয়া করেছিল, “ বাবা অনেক বড় হইবা, অনেক নাম হইব তোমার ” । এত দ্রুতই নাম হয়ে গেল ?

হঠাৎ ভীষণ শীতল বাতাস আসতে লাগল জানালা দিয়ে । সেই সাথে নাকে এল আবার বকুল ফুলের গন্ধ । জানালার ওপাশে দৃষ্টিকে সচেতনে নিক্ষেপ করতেই দেখি সেই বকুল গাছটা । গাছে এখন একটি নীল কণ্ঠী পাখীও এসে বসেছে । চাদোয়ায় নীল তার গায়ের রং ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে । আশ্চর্য ট্রেন তো চলতে শুরু করেছে অনেক আগেই । পেছনের দৃশ্য কিভাবে ফিরে এলো আবার?

হ্যা বন্ধু ওত ভাবছিস কেন । ট্রেন ঠিকই চলছে । আজ যে তোর কল্পনায় উন্মোচিত হবার সময় । তোর প্রকৃতি প্রেমিক মনে সব কিছুই চলছে তোর সাথে । দেখ নীল কণ্ঠী পাখীটার দেহ হতে কি অপূর্ব নীল জ্যোতি ছড়াচ্ছে চারপাশে । যেন একট নীল সূর্য । কি অপূর্ব!

ওটাযে নীল কণ্ঠী পাখী তাও তুই জানিস ।

জানবনা কেন? তুইই তো আমাকে শিখিয়েছিলি।

তাই নাকি?

তোর মনে পড়ে গত বছরে বোটানিক্যালের ঘটনা। তুই পাখী আর গাছ দেখতে ছুটছিলি। সঙ্গে আমি ছিলাম। অনেকক্ষন ঘোরা পর এক গাছের নিচে বসে বিশ্রামের উপায় হিসেবে বই পড়ছিলি তুই। হঠাৎ দেখলি সামনে দিয়ে এক যুবক যুবতী হেঁটে গিয়ে কাছের এক ছাউনি তে গিয়ে বসল। ওটা ছিল একটা খাবার দোকানের ছাউনি। হালকা কিছু নাস্তা তারা খেয়েছিল। তারপর যখন তাদের কে বিল দেয়া হলো তুই দূর থেকে গুনলি ভীষণ চ্যাচাম্যাচি। গুনে বুছলি বিল ছিল হাজার টাকার উপরে। ছেলেটার কাছে ওতো টাকা ছিলনা। তাই কিআর করা সংগে সুশ্রী প্রেমিকা, বাধ্য হয়ে বাটপার দোকানদারদের দ্বারা ভদ্র পন্থায় ছিনতাই এর শিকার হলো, দিয়ে দিল হাতের ক্যামেরাটা। তুই উঠে দাঁড়িয়েছিলি। কিছু বলার সাহস পাসনি। অন্যদিকে ঘুরে ভীতু কাপুরুষের মত হাঁটতে শুরু করেছিলি অজানা সংকায়।

হ্যাঁ। মনে পড়ছে। কিন্তু তুমি তো তখন ছিলেনা সাথে। একাই পালাচ্ছিলাম। পালাচ্ছিলাম নিজের কাছ থেকে।

পালাতে কি পেরেছিলি? নিজের কাছ থেকে পালানো যায়না বন্ধু। তাইতো আমি সবসময় থাকব সাথে।

মেয়েটার দিকে চোখ গেল। আড়চোখে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। কোথায় যেন দেখেছি এই হাসি, এই আড় চাহনী।

বন্ধু ও যে সেই মেয়েটাই যে তোরা বাসার উল্টোপাশের.....

হঠাৎ কে যেন কাঁধে ধাক্কা মারল। বলে উঠল জোড়ে জোড়ে, “ওঠেন ভাই, ট্রেন চলে এসেছে।” এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। চোখ রগরাতে রগরাতে দেখলাম ট্রেন ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু আমার ব্যাগটা? নেই তো নেই। এইতো পাশেই ছিল। চারদিকে চোখ খুঁজে বের করতে চাইল ব্যাগের অস্তিত্ব। চোখে পড়ল। যার হাতে সে ততক্ষণে স্টেশনের বাইরে যাবার গেট এর কাছে পৌঁছে গেছে। ট্রেন ছাড়ার জন্য দিচ্ছে হুইসেল। বুঝলাম ওদিকে দৌড় দিলে ট্রেন মিস হবে। লোকটা অদৃশ্য হবার আগে তার রুম্ম মুখটা ঘোরাল এদিকে একবার। ত্রুর হাসি কিন্তু সত্যিই অভাবের ছাপ। তথাকথিত বিভবান চোরদের মত প্রচ্ছন্ন ভাব দেখা গেলনা সেখানে।

আরে ঐ লোকটাই তো একটু আগে আমাকে ডেকে দিল ঘুম হতে। মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, “বন্ধু কি আশ্চর্য না! একই মানুষের মধ্যেই একসাথে স্বর্গ আর নরক”।

ভাবলাম মনে মনে নিজেও তো তাই, কখনও কারও মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছি আবার কখনও দিচ্ছি তুলে কারও মুখে। মইসা ধরেছে যেন অযত্নে অবহেলায় মনের দেয়ালে জমিনে সর্বত্র।

১৯৯৮ সনে লেখা